সংযোগ - নোফেল

SONGJOG - NOFEL

Global Digital Platform of Greater Noakhali

গঠনতন্ত্র

পরম করুণাময় স্রষ্টার নামে

ভূমিকাঃ

ভৌগলিক সীমারেখা ও প্রশাসনিক মানচিত্রে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর বর্তমানে তিনটি আলাদা জেলা হলেও সুদীর্ঘকাল সম্মিলিতভাবে একটিই জনপদ নোয়াখালী হিসেবেই পরিচিত। এই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা, আচার-আচরণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আতিথেয়তা অন্যকারও সাথে মেলানো দুদ্ধর। আমাদের রয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিচিত্র প্রকৃতি, একে অপরের সাথে সুগভীর নারীর টান আর সফল হওয়ার অদম্য বাসনা। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়েই ভাবে না এখানকার অধিবাসীবৃন্দ, তাঁরা ভাবেন নিজের স্বজন-পরিজন, প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে। তাইতো আমরা নোয়াখাইল্যা। জীবনের প্রয়োজনে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বৃহত্তর নোয়াখালী তথা নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সেতু বন্ধন গড়ে তোলার অদম্য বাসনা থেকে “সংযোগ-নোফেল” গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ রুপে একটি ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে এবং আওতাভুক্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভুমিকা পালন করবে। সংগঠনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণপূর্বক জনস্বার্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। এই সংগঠন সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক, অ-সাম্প্রদায়ীক ও হবে।

সংযোগ- নোফেল প্লাটফর্ম গঠনের ইতিকথাঃ

চিকিৎসা, সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা, ব্যক্তিগত/পেশাগত ও ব্যবসায়িক কাজে যখন আমরা দেশের বাহিরে অবস্থান করি তখন এয়ারপোর্ট, মার্কেট অথবা হাসপাতালে বাঙালী কাউকে পেলে তার সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকি। পরিচিত হওয়া সেই ব্যক্তিটি বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর নিকট কাঙ্খিত নোয়াখাইল্যা হয়ে থাকলে আমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ি, পরস্পরকে আপন করে নিয়ে নিজের সর্বস্ব দিয়ে উপকার করতে কুণ্ঠা বোধ করি না কেউ। যে বিশেষ উপলব্ধী থেকে আমি নাছির উদ্দিন মাশুক "সংযোগ-নোফেল" নামে গ্লোবাল ডিজিটাল প্লাটফর্ম অব গ্রেটার নোয়াখালী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করি-
২০২২ সালে ব্যক্তিগত সফরে লন্ডন, কানাডা, আমেরিকা এবং দুবাই ভ্রমন শেষে বাংলাদেশে ফেরার সময় দুবাই বিমানবন্দরে অসুস্থ হয়ে দুবাই রশিদ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকালীন এবং লন্ডন, কানাডা, আমেরিকা ও দুবাই ভ্রমনের সময় বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর নিকট থেকে আমি যে আন্তরিক ভালোবাসা ও আতিথেয়তা পেয়েছি তা আমার মনে আশার সঞ্চার করেছে। আমার মনে হয়েছে, সামাজিক পরিচয়ের কারণে আমি যে আন্তরিকতা ও সেবা পেয়েছি তা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর জন্য সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গুলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে একটি প্লাটফর্ম-এ আনতে পারলে বৃহত্তর নোয়াখালীর অনেকেই উপকৃত হতে পারবেন। সেই আত্মোপলব্ধী থেকে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত কিছু সহৃদয়-এর অনুপ্রেরণায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীকে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে ২০২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর "সংযোগ-নোফেল" নামে 'গ্লোবাল ডিজিটাল প্লাটফর্ম অব গ্রেটার নোয়াখালী' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

"সংযোগ-নোফেল" সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ধর্ম, বর্ণ, মত-পথ, ধনী-দরিদ্র, পেশা নির্বিশেষে বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রাপ্ত বয়স্ক সকল পুরুষ-নারী অনলাইনে ফরম পূরণ করে এই প্লাটফর্মের সদস্য হয়ে এবং পরিচিত ও আত্মীয়স্বজনদেরকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে "সংযোগ-নোফেল"-এর কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বিশের দরবারে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর তথা বৃহত্তর নোয়াখালীকে আলোকিত মানুষের জেলা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে "সংযোগ-নোফেল"-এর পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে জটিলরোগে আক্রান্ত অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা, ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ, লাল ভালোবাসা বিনিময় (রক্তদান), কর্মসংস্থান, নলকুপ স্থাপন, যাকাত ফান্ড থেকে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের মতো মহৎ সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণকালীন "সংযোগ-নোফেল" -এ সংযুক্ত সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত সদস্যদের নিকট থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছেন। আমেরিকা,কানাডা,লন্ডন, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কাতার, সৌদিআরব, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইতালি, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, দুবাই, পর্তুগাল, ফ্রান্স সহ প্রায় ২১/২২টি দেশে সম্মানিত বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী "সংযোগ-নোফেল"-এর প্লাটফর্মে সংযুক্ত হয়েছেন এবং নিয়মিত সংযুক্ত হচ্ছেন।

সংঘ স্মারক

ধারা-১: ভূমিকা-

ধারা-২: সংগঠনের নামঃ এই সংগঠন বাংলায় সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট এবং ইংরেজীতে SONGJOG - NOFEL TRUST হিসেবে অভিহিত হইবে। অত:পর ট্রাস্ট হিসেবে অভিহিত হইবে।

ধারা-৩: সংগঠনের ঠিকানা ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় হবে। তবে কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর অনুমোদন সাপেক্ষে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে দেশ/বিদেশ বা একাধিক শাখা খোলা যাবে।

ধারা-৪: সংগঠনের কার্য এলাকাঃ দেশ-বিদেশের যে এলাকায় বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসীরা বসবাস করে, তারা সংগঠিত হয়ে কার্য-নির্বাহী কমিটির প্রস্তাবে ও ট্রাস্টি বোর্ড এর অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারা-৫: শ্লোগান ঃ নোফেল এর আলো বিশ্বময় জ্বালো " The Light of NOFEL inflame the world."

ধারা-৬: সংগঠনের ধরন ঃ

৬.১: এই ট্রাস্ট একটি স্বেচ্ছাসেবী, জনকল্যাণমূলক, অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও বেসরকারী দাত্তব্য প্রতিষ্ঠান।

৬.২: শুধুমাত্র বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা তথা নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসীরা এই ট্রাস্টের বিভিন্ন ধরনের পরিষদের সদস্য হতে পারবেন এবং উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৬.৩: এই ট্রাস্টে এর যাবতীয় আয় শুধুমাত্র এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়নে ব্যয়িত হবে এবং প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে ট্রাস্টের সদস্যদের মাঝে বিলি বন্টণ বা হস্তান্তরিত হবে না।

৬.৪: এই ট্রাস্টের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে দেশ/বিদেশের যেখানে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসীরা বসবাস করে সে সকল স্থানে এক বা একাধিক শাখা বা উপশাখা স্থাপন করা যাবে।

ধারা-৭: সীল মোহর ঃ এই ট্রাস্টের একটি গোলাকার সীল-মোহর থাকবে। তবে ট্রাস্টি/ম্যানেজার, প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, ট্রেজারার এবং শাখা/উপশাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকরা নিজ নামে সীল-মোহর ব্যবহার করতে পারবেন।

ধারা-৮: উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য ঃ নিম্নোক্ত যে কোন একটি বা সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই ট্রাস্ট গঠন করা হলো। নিম্ন বর্ণিত সকল উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের পূর্বে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা অনুমতি গ্রহণ করা হবে এবং সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর ২০ ধারার বিধানের পরিপন্থী উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলী অকার্যকর হবে। **উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরুপ ঃ-**

৮.১: এটি অনলাইন ভিত্তিক ডিজিটাল গণমাধ্যম ও যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

৮.২: বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্য, দুঃখ-দূর্দশা, সাফল্য ও উন্নয়ন ডিজিটাল গণমাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রচার ও প্রকাশ করা।

৮.৩: দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার জনপ্রতিনিধি সরকারী কর্মকর্তা, বে-সরকারী কর্মকর্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবি, কৃষিবিদ,ব্যাংকার,বীমাবিদ, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, পক্ষ পেশাজীবিসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবিদের নিয়ে একটি সমৃদ্ধ ডাটা-বেজ তৈরী করা।

৮.৪: বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা তথা নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেমন-আলোচনা সভা, মিলন মেলা, সম্প্রীতি সমাবেশ, ট্যুর, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, মেজবান, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা, স্মৃতিচারণ মূলক অনুষ্ঠান, রচনা লেখা, গুনীজন সংবর্ধনা, মেধাবীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা।

৮.৫: বৃহত্তর নোয়াখালী তথা নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার যেসব অধিবাসী প্রবাসে অবস্থান করে তাদের সাথে কানেকটিভিটি বা যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রেটার নোয়াখালী কানেকটিভিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

৮.৬: বৃহত্তর নোয়খালীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা এবং দেশের নামীদামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা করা। বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা করা।

৮.৭: দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ভালো ফলাফলের জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার শিক্ষার্থীদের সংবর্ধিত করা।

৮.৮: স্বল্প শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বেকার তরুণ তরুনীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রক্ষিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং এক বা একাধিক প্রক্ষিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

৮.৯: বেকার কর্মক্ষম এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ/তরুনীদের দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী চালু করা।

৮.১০: বৃহত্তর নোয়াখালীর অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিৎ করতে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক, ডায়াগনষ্টিক ও হাসপাতালে সিরিয়াল বা ভর্তিতে সঠিক সহযোগিতা করা এবং স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা পেতে **“ডিসকাউন্ট হ্যালথ কার্ড”** প্রদান করা।

৮.১১: বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর জন্য এ্যামবুলেন্স সার্ভিস চাল করা।

৮.১২: বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর স্বার্থে এবং নোফেল এর উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নে একটি **“শিক্ষা সহায়তা তহবিল,”** একটি **“স্বাস্থ্য সহায়ক তহবিল”**, একটি **“প্রশিক্ষণ সহায়ক তহবিল”**, একটি **“আত্ম-কর্মসংস্থান সহায়ক তহবিল”**, একটি **“দুঃস্থ্য কল্যাণ তহবিল”**, একটি **“সমাজকল্যাণ তহবিল”**, একটি **“পরিবেশ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ তহবিল”** গঠন ও পরিচালনা করা।

৮.১৩: বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে একটি **“আইন সহায়তা সেল”** গঠন ও পরিচালনা করা।

৮.১৪: বৃহত্তর নোয়াখালী অধিবাসীদের সুবিধার্থে ঢাকাতে একটি **“হেল্প ডেস্ক”** চালু করা।

৮.১৫: বৃহত্তর নোয়খালীর দুঃস্থদের সহায়তা একটি **“যাকাত তহবিল”** গঠন করা ও পরিচালনা করা।

৮.১৬: বৃহত্তর নোয়াখলীর অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে আলোচনা সভার আয়োজন করা।

৮.১৭: দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর সন্তানদের বিবাহে সহায়তার জন্য **“ম্যারেজ মিডিয়া সেল”** গঠন ও পরিচালনা করা।

৮.১৮: দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী যারা চিকিৎসা কিংবা কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে যেন রাত্রিযাপনে কোন অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য একটি **“রেস্ট হাউজ”** প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

৮.১৯: বৃহত্তর নোয়াখালীর দূর্ভোগ, সমস্যা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে সভা, সেমিনার, আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সমবেশের আয়োজন করা।

৮.২০: বৃহত্তর নোয়াখলীবাসীর স্বার্থে এবং সুবিধার্থে যে কোন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮.২১: বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর মাঝে সামাজিক সচেতন বৃদ্ধি, পারস্পারিক জ্ঞান এর বিনিময় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে বিষয় ভিত্তিক সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পেজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করা।

৮.২২: বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর দুঃস্থ্য, দরিদ্র, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ্য ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর কল্যানার্থে প্রকল্প গ্রহণে ও পরিচালনা করা।

৮.২৩: এই ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে ম্যাগাজিন, বুলেটিন, ফেইসবুক পেইজ, ফেইসবুক গ্রুপ, ইউটিউব চ্যানেল এবং যে কোন সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম পরিচালনা করতে পারবে।

ধারা-৯: তহবিল ঃ

৯.১: সদস্য ভর্তি ফি, সদস্যদের এককালীন চাঁদা, দান-অনুদান, শুভাকাঙ্খীদের যাকাত, দান-অনুদান,সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে চাঁদা, দান-অনুদান, সাহায্য সহযোগিতা, দেশ-বিদেশ অবস্থানরত নোয়াখালীবাসীদের প্রদত্ত দান-অনুদান, সাহায্য-সহযোগিতা, ট্রাস্ট এর সম্পত্তি হতে আয়, ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত ও পরিচারিত প্রতিষ্ঠান হতে আয়, কোন ব্যক্তি/সংস্থা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহীত ঋণ হতে আয়, উইল বা হেবা প্রভৃতির মাধ্যমে ট্রাস্ট এর তহবিল গঠিত হবে।

৯.২: এই ট্রাস্ট সমভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহন করতে পারবে।

৯.৩: এই ট্রাস্ট কোন বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা এনজিও হতে কোন ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা, দান-অনুদান এবং ঋণ গ্রহণ করবে না।

৯.৪: এই ট্রাস্ট এর আয় ও সম্পদ শুধুমাত্র এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যই ব্যবহার করা হবে। কোন অবস্থাতেই ট্রাস্টের আয় ও সম্পদ ট্রাস্ট এর সদস্যদের মধ্যে বিলি-বন্টণ বা ভাগ-বাটোয়ারা হবে না।

৯.৫: এই ট্রাস্ট এর মূলধন ট্রাস্ট বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং ঝুঁকিমুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হবে।

৯.৬: বাংলাদেশে প্রচলিত যেকোন তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক এর যেকোন শাখায় ট্রাস্ট এর নামে হিসাব খোলা হবে এবং ট্রাস্ট/ম্যানেজার, সাধারণ সম্পাদ/নির্বাহী পরিচালক ও ট্রেজারারের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাবটি পরিচালনা করা হবে।

ধারা-১০: অডিট বা নিরীক্ষা ঃ

১০.১: ট্রাস্টি বোর্ড এর সাধরণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যকরী কমিটি/পরিষদ সদস্য ব্যাতিত ৩ (তিন) সদস্যদের অডিট কমিটি গঠন করা হবে।

১০.২: বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে অডিট কমিটি কার্য সম্পন্ন করে অডিট রিপোর্ট সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন।

১০.৩: সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট পেশ করে অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-১১: অবসায়নঃ

কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশে আগত বিশেষ সাধারণ সভায় ৩/৫ (তিন পঞ্চমাংশ) ট্রাস্ট বোর্ড সদস্যের গ্রহীত বিশেষ সিদ্ধান্তে এই ট্রাস্ট অবসায়ন হতে পারবে এবং ট্রাস্ট এর যাবতীয় ব্যয় ও দেনা বহনের পর এ ট্রাস্ট এর কোন অর্থ বা সম্পদ অবশিষ্ট্য থাকবে তা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সমূহের অনুরুপ লক্ষ্য সংবলিত কোন সংস্থার নিকট অনুদান হিসেবে হস্তান্তরিত হতে পারবে।

ধারা-১২: ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের নাম,ঠিকানা, পদবী ও ছবি ঃ

ক্র:নং	নাম	ঠিকানা	পদবী	ছবি
১.				

২.				
৩.				
৪.				
৫.				
৬.				
৭.				
৮.				
৯.				
১০.				
১১.				
১২.				
১৩.				
১৪.				
১৫.				
১৬.				
১৭.				
১৮.				
১৯.				
২০.				

ধারা-১৩: ট্রাস্ট এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম,ঠিকানা,পদবী ও ছবি ঃ

ক্র:নং	নাম	ঠিকানা	পদবী	ছবি
১.			ট্রাস্টি/ম্যানেজার	

২.			প্রেসিডেন্ট	
৩.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
৪.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
৫.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
৬.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
৭.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
৮.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
৯.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
১০.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
১১.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
১২.			ভাইস প্রেসিডেন্ট	
১৩.			সাধারণ সম্পাদক	
১৪.			যুগ্ম সাঃ সম্পাদক	
১৫.			যুগ্ম সাঃ সম্পাদক	
১৬.			যুগ্ম সাঃ সম্পাদক	
১৭.			কোষাধ্যক্ষ	
১৮.			দপ্তর ও যোগাযোগ	
১৯.			তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার	
২০.			সাংগঠনিক সম্পাদক	
২১.			আর্ন্তজাতিক সম্পাদক	
২২.			আইন বিষয়ক সম্পাদক	
২৩.			শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	
২৪.			স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	
২৫.			প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক	
২৬.			কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক	
২৭.			দুঃস্থ্য কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	
২৮.			সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	
২৯.			ম্যারেজ মিডিয়া সেল সম্পাদক	
৩০.			বিনোদন ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	
৩১.			পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	

গঠণতন্ত্র

ধারা - ১৪ অত্র গঠনতন্ত্রের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পরস্পরের বিরোধী কিছু না থাকলেঃ

১৪.১ **“ট্রাস্ট”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" বোঝাবে ।

১৪.২ **“গঠনতন্ত্র”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর গঠনতন্ত্র বুঝাবে ।

১৪.৩ **“ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বা স্থায়ী সদস্য বুঝাবে।

১৪.৪ **“সাধারণ পরিষদ”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বা স্থায়ী সদস্য বা ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড কে বুঝাবে ।

১৪.৫ **“কার্যনির্বাহী কমিটি”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর কার্যনির্বাহী পরিষদ বা পরিচালনা বোর্ড বা পরিচালনা পরিষদকেই বুঝাবে।

১৪.৬ **“সদস্য”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর সাধারণ সদস্য বুঝাবে।

১৪.৭ **“পৃষ্ঠপোষক সদস্য”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর পৃষ্ঠপোষক সদস্য বুঝাবে।

১৪.৮ **“দাতা সদস্য”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর দাতা সদস্যকে বুঝাবে।

১৪.৯ **“শুভানুধায়ী সদস্য”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর শুভানুধায়ী সদস্যকে বুঝাবে।

১৪.১০ **“সম্মানিত সদস্য”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর সম্মানিত সদস্য বুঝাবে ।

১৪.১১ **“ট্রাস্টি/ম্যানেজার”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর একক প্রতিষ্ঠাতা নাসির উদ্দিন মাশুককেই বুঝাবে এবং সংযোগ "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর ট্রাস্টিকে বুঝাবে।

১৪.১২ **“প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট”** বলতে **সংযোগ- নোফেল** ট্রাস্টের কার্যনির্বাহী পরিষদ এর প্রেসিডেন্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট কে বুঝাবে।

১৪.১৩ **“সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক”** বলতে **সংযোগ-নোফেল ট্রাস্টের** কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক বোঝাবে।

১৪.১৪ **“ট্রেজারার”** বলতে **সংযোগ-নোফেল ট্রাস্টের** ট্রেজারারকে বোঝাবে।

১৪.১৫ যুগ্ম সম্পাদক, সম্পাদক, প্রকল্প পরিচালক, পরিচালক বলতে **সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট** এর যুগ্ম সম্পাদক, সম্পাদক, প্রকল্প পরিচালক ,পরিচালক কে বোঝাবে।

১৪.১৬ **“উপদেষ্টা”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর উপদেষ্টা বুঝাবে।

১৪.১৭ **“তহবিল”** বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" এর বিভিন্ন প্রকৃতির তহবিল বুঝাবে।

১৪.১৮ ধারা বলতে "**সংযোগ-নোফেল ট্রাস্ট**" সংঘ স্মারক ও গঠনতন্ত্রের ধারা বোঝাবে।

১৪.১৯ বছর বলতে **সংযোগ-নোফেল ট্রাস্টের** জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অর্থ বছর বুঝাবে।

ধারা-১৫ সদস্যপদঃ-

১৫.১ এই ট্রাস্টের সদস্য সংখ্যা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত।

১৫.২ বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন পুরুষ মহিলা এই ট্রাস্টের সদস্য হতে পারবে।

১৫.৩ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সদস্য হতে পারবেন।

১৫.৪ ট্রাস্টি/ ম্যানেজার সংস্থার আদর্শ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে যেকোনো ব্যক্তিকে সদস্যপদ প্রদান করতে পারবেন এবং বিশেষ বিবেচনায় যে কোন সদস্যকে কার্যনির্বাহী কমিটির যেকোনো পদ বা যেকোনো প্রকল্পে বা যেকোনো পদে নিয়োগ দিতে বা মনোনীত করতে পারবেন এবং ট্রাস্টি বোর্ডে আলোচনা পূর্বক ট্রাস্টি বোর্ড বা নির্বাহী কমিটি বা প্রকল্প কমিটি বা ট্রাস্ট এর যেকোনো ধরনের সদস্য পদ হতে যেকোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

ধারা-১৬ সদস্যদের শ্রেণীবিভাগ ও সদস্য হওয়ার যোগ্যতা-

১৬.১ **ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যঃ-** নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ বা নগদ অর্থ প্রদান পূর্বক বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসী যারা সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন , প্রতিষ্ঠা করেছেন যাদের নাম প্রতিষ্ঠানের/ ট্রাস্ট এর নিবন্ধনের সময় গঠনতন্ত্রে স্টাস্টি বোর্ড সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত থাকবে তারা ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য বলে গণ্য হবেন।

১৬.২ **পৃষ্ঠপোষক সদস্য :** ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে যিনি ট্রাস্ট এর তহবিলে নগদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অথবা এর গুণিতক যেকোনো পরিমাণ অর্থ সংযোগ নোফেল ট্রাস্টের তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন, তিনি ট্রাস্টি বোর্ড এর অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। পৃষ্ঠাপোষক সদস্য একটি অলংকারিক পদ। তিনি ট্রাস্ট আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন। তার নাম সংস্থার ওয়েবসাইটে এবং অনার বোর্ড এ প্রকাশিত থাকবে।

১৬.৩ **দাতা সদস্যঃ-** ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে যিনি ট্রাস্ট এর তহবিলে এককালীন নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন। তিনি দাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। দাতা সদস্য একটি অলংকারিক পদ । ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে তার নাম প্রকাশ করা হবে।

১৬.৪ **শুভানুধ্যায়ী সদস্যঃ-** ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে যিনি নগদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ট্রাস্ট তহবিল অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন, তিনি ট্রাস্টের শুভানুধ্যায়ী সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। শুভানুধ্যায়ী সদস্য একটি অলংকারিক পদ। তিনি ট্রাস্ট এর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন। তার নাম ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১৬.৫ **সম্মানিত সদস্যঃ-** বৃহত্তর নোয়াখালীর অধিবাসী নয় বাংলাদেশের যে কোন জেলার যেকোনো অধিবাসী ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে নগদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অথবা এর গুণিতক যেকোনো পরিমাণ অর্থ ট্রাস্টের তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করবেন, তিনি সম্মানিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। একজন সম্মানিত সদস্য ট্রাস্টের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন এবং তার নাম ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। ট্রাস্টের অনার বোর্ডে তার নাম লেখা থাকবে।

১৬.৬ **সাধারণ সদস্যঃ-** ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা তথা নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলার প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন অধিবাসী এই ট্রাস্ট এর ওয়েবসাইটে গুগল ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে ট্রাস্টের সাধারণ সদস্য বলে গণ্য হবেন। সাধারণ সদস্যগণ ট্রাস্ট এর বিধি অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। তারা ট্রাস্ট এর কোন অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও শর্তপূরণ সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ।

ধারা -১৭ বিভিন্ন পরিষদের গঠনঃ-

১৭.১ **সাধারণ পরিষদঃ-** ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য/ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ স্থায়ী সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। ট্রাস্টি ম্যানেজার/ কর্তৃক সাধারণ পরিষদের পদ সংখ্যা নির্ধারিত হবে। ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশনের সময় যাদের নাম ট্রাস্টি বোর্ডে গঠনতন্ত্রে থাকবে তাদের নিয়েই সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে ।

১৭.২ **কার্যনির্বাহী কমিটিঃ** ৩১ (একত্রিশ) জন সদস্য নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। একজন ট্রাস্টি/ম্যানেজার, একজন প্রেসিডেন্ট, ১০ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন সাধারণ সম্পাদক , তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, একজন ট্রেজারার ও ১৪ জন সম্পাদক নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে. কাজ নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। প্রতি ৫ বছর অন্তর ট্রাস্টি বোর্ড নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে. কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ট্রাস্টি/ম্যানেজার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলে তার পদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত বা প্রত্যাহার হবে। এ বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য থাকে যে,ট্রাস্টি বোর্ড এর মতামতের ভিত্তিতে ট্রাস্টি/ম্যানেজার ট্রাস্ট এর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনে পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৭.৩ **উপদেষ্টা পরিষদঃ-** রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষক সদস্য, দাতা সদস্য, শুভানুধ্যায়ী সদস্য, সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অধিবাসীদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবে ট্রাস্টি/ম্যানেজার ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে উপদেষ্টাদের মনোনয়ন দিবেন।

১৭.৪ **প্রকল্প কমিটিঃ-** ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প গুলো পরিচালনার জন্য যত সংখ্যক প্রয়োজন তথ্য সংখ্যক বিশেষ করে উদ্দেশ্য সমূহের উপর ভিত্তি করে গৃহীত প্রতিটি প্রকল্পে **১১** সদস্যের কমিটি গঠিত হবে। এক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড এর একজন সদস্য প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিটি প্রকল্পে একজন চেয়ারম্যান, একজন প্রকল্প পরিচালক ও ৯ জন পরিচালক থাকবে। সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রাস্টি/ম্যানেজার প্রকল্প কমিটি গঠন করবেন।

১৭.৫ **শাখা কমিটিঃ-** ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশে বিদেশে অবস্থানরত বৃহত্তর নোয়াখালী বাসীদের নিয়ে দেশের ও বিদেশে প্রদেশ/মহানগর জেলা/শহর ভিত্তিক শাখা কমিটি গঠন করা যাবে। সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রাস্টি/ম্যানেজার শাখা কমিটি গঠন করবেন। যেকোনো গুরুতর অভিযোগ যা ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের পরিপন্থী হলে ট্রাস্টি বোর্ড যেকোনো শাখা কমিটি, কমিটির যেকোনো সদস্য বা সকল সদস্যের সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারবে এবং কমিটি বিলুপ্ত বা স্থগিত করতে পারবে। শাখা কমিটিগুলো ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট দায়বদ্ধ ও জবাবদিহি করতে বাধ্য।

ধারা -১৮ ট্রাস্টি বোর্ড/ সাধারণ পরিষদের দায় দায়িত্বঃ-

১৮.১ ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

১৮.২ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে সাধারণ পরিষদ।

১৮.৩ বছরে ন্যূনতম তিনটি সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ট্রাস্টি/ম্যানেজার বছরে এক বা একাধিক বিষের সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৮.৪ সাধারণ পরিষদের সভায় ট্রাস্টের বাজেট, হিসাব রিপোর্ট ও পরিকল্পনা পেশ ও অনুমোদন হবে।

১৮.৫ সাধারণ পরিষদের সভায় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

১৮.৬ সাধারণ পরিষদের সভায় ট্রাস্ট এর গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

১৮.৭ সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, প্রকল্প কমিটি, শাখা কমিটি ও ট্রাস্ট এর সাথে যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ, গঠন ও অনুমোদন হবে।

১৮.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও আওতার বাইরে যেকোন সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত হবে।

১৮.৯ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং বিশেষ সাধারণ সভার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে।

ধারা -১৯ কার্যনির্বাহী পরিষদ/কমিটির ক্ষমতা ও দায় দায়িত্বঃ-

১৯.১ সাধারণ পরিষদে গৃহীত সকল কর্মসূচি সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করবে। সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি গুলো তদারকি করবে।

১৯.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে ট্রাস্টি/ ম্যানেজার সাধারণ পরিষদের সভার মতামতের ভিত্তিতে উক্ত শূন্য পদে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করবেন।

১৯.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা ট্রাস্টি ম্যানেজার তার কাজে অসন্তুষ্ট হলে সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক এর পরামর্শে ট্রাস্টি/ম্যানেজার বিনা কৈফিয়তে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের উক্ত সদস্যকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্যপদে নিয়োগ দিতে পারবেন ।

ধারা -২০ উপদেষ্টা পরিষদের দায়-দায়িত্বঃ-

২০.১ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী পরিষদকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।

২০.২ ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদ দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা -২১ প্রকল্প কমিটির দায় দায়িত্বঃ-

২১.১ ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প স্বচ্ছ ও সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

২১.২ প্রকল্প কমিটি তাদের দায়-দায়িত্বের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

ধারা -২২ শাখা কমিটিঃ-

২২.১ দেশে বিদেশের বিভিন্ন প্রদেশ, মহানগর, জেলা ও সিটিতে গঠিত শাখাসমূহ ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত সমূহ সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করবে।

২২.২ শাখা সমূহ/ প্রকল্প কমিটি তাদের দায়-দায়িত্বের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

ধারা -২৩ ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের/ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায় দায়িত্বঃ-

২৩.১ ট্রাস্টি/ম্যানেজারঃ

সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা নাসির উদ্দিন মাসুক এই ট্রাস্টে প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আজীবন এই ট্রাস্টে ট্রাস্টি/ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন। তার জীবদ্দশায় অন্য কেউ সংযোগ নোফল এর ট্রাস্টি /ম্যানেজার এর জন্য কোন অবস্থাতেই যোগ্য বিবেচিত হবেন না। একমাত্র তার জীবনাবসান হলে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা পরবর্তী ট্রাস্টি/ম্যানেজার নির্বাচিত করবেন। এক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের মধ্য হতেই ট্রাস্টি/ ম্যানেজার নির্বাচিত হবে। তবে ট্রাস্টি বোর্ড সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য যেকোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাস্টি /ম্যানেজার নিয়োগ দিতে পারবেন।

২৩.২ **ট্রাস্টি/ম্যানেজার ট্রাস্ট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাঃ**

প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি/ ম্যানেজার তার পদের ভিত্তিতে আজীবন ট্রাস্টি/ ম্যানেজার পদে থাকবেন।

২৩.৩ তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের সভা আহবান করবেন এবং সভা আহবানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালককে নির্দেশনা দিবেন। তিনি ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২৩.৪ এই ট্রাস্ট এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তিনি তদারকি করবেন।

২৩.৫ তিনি সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব তদারকি করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী/পরিচালককে সভা আহবানের জন্য নির্দেশ দিবেন এবং প্রয়োজনে নিজে সভা আহবান করবেন।

২৩.৬ ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সুচারুরূপে বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বৃহত্তর নোয়াখালী বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হতে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটিতে নিয়োগ দিতে পারবেন। ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ধরনের সদস্যদের মেয়াদ নির্ধারিত থাকবে।

২৩.৭ ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য তার বিবেচনায় যোগ্যতম ব্যক্তিকে ট্রাস্ট পরিচালিত যে কোন প্রকল্পের যেকোনো পদে নিয়োগ দিতে পারবেন, পদোন্নতি দিতে পারবেন এবং অব্যাহতি দিতে পারবেন। পরবর্তীতে ট্রাস্টি বোর্ড সভায় তা অনুমোদিত হবে।

২৩.৮ ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজন কর্মসূচী ভিত্তিক কিংবা এলাকা ভিত্তিক কিংবা যে কোন কাজের প্রয়োজনে উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে শাখা কমিটি/প্রকল্প কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি সবর কমিটি,তদন্ত কমিটি মূল্যায়ন কমিটিসহ প্রয়োজনে যে কোন ধরণের কমিটি, গঠন করতে পারবেন এবং তাদেরকে যথাযথ দায়িত্ব বন্টন করতে পারবেন।

২৩.৯ তিনি ট্রাস্ট এর যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজের সুবিধার্থে যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তার বিশেষ সহকারী নিয়োগ দিতে পারবেন,তবে তা বোর্ড সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

২৩.১০ তিনি ট্রাস্ট এর ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক বা ট্রেজারার এরসাথে যৌথ ভাবে সকল ব্যাংক চেকে স্বাক্ষর করবেন। তিনি ট্রাস্ট এর আয় ব্যয় হিসাব তদারকী করবেন।

২৩.১১ তিনি ট্রাস্ট পরিচালিত যে কোন প্রকল্পের পরিচালনা পরিষদ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ দিবেন, পদোন্নতি দিবেন এবং পদচ্যুত করতে পারবেন। তিনি তাদের দায়-দায়িত্ব বন্টন করবেন কাজের বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

২৩.১২ তিনি ট্রাস্ট এর সকল ব্যয় পরিশোধে নির্দেশ দিবেন যা পরবর্তীতে ট্রাস্ট বোর্ড সভায় অনুমোদিত হবে।

২৩.১৩ ট্রাস্ট বোর্ড সভায় উপস্থিত কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ভোটের সমতার ক্ষেত্রে তিনি কাস্টিং ভোট প্রদান করবেন। কোন বিষয়ে কোন প্রশ্নের উদয় হলে বা মতপ্রার্থক্য দেখা দিলে কোন অনুচ্ছেদ বা গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই তিনি সিদ্ধান্ত দিবেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৩.১৪ তিনি তার দায়িত্ব পালনকালে ক্রুটি বিচ্যুতি বা ভূলক্রুটির জন্য ইনডেমনিটি সুবিধা ভোগ করবেন। অর্থাৎ তিনি তার বিবেচনায় এই ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তাবায়নে ট্রাস্টি বোর্ড এর সাথে আলোচনা/মতামতের ভিত্তিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা সর্বদা শতভাগ

সঠিক বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে কারো কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। ট্রাস্টি বোর্ড তাকে ইনডেমনিটি সুবিধা প্রদান করবে।

ধারা ২৪.১ প্রেসিডেন্ট/ভাইস প্রেসিডেন্ট এর দায়-দায়িত্বঃ ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি/ তার দায়িত্ব পালন করবেন।

২৪.২ তিনি /তারা ট্রাস্ট এর সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

২৪.৩ প্রেসিডেন্ট/ভাইস প্রেসিডেন্ট একটি অলংকারিক পদবী । তিনি বা তারা ট্রাস্টি বোর্ড এর গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীকে সংগঠিত করবেন,উৎসাহিত করবেন এবং যে কোন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করবেন।

২৪.৪ তিনি/তারা ট্রাস্ট এর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদের অধিকারী। তিনি বা তারা ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর দায়-দায়িত্ব পালন সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

২৪.৫ তিনি/তারা ট্রাস্টি বোর্ড প্রদত্ত সম্মান,মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

ধারা ২৫ সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক এর দায়-দায়িত্বঃ

২৫.১ তিনি সংযোগ নোফেল ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২৫.২ তিনি ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে ট্রাস্টি/ম্যানেজারকে প্রয়োজণীয় পরার্মশ দিবেন এবং তার সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২৫.৩ তিনি ট্রাস্টি বোর্ড সভার জন্য নোটিশ জারি করবেন। ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর সাথে পরার্মশ করে সভার সমস্ত আনুষাঙ্গিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৫.৪ তিনি ট্রাস্ট এর সকল নথিপত্র,সম্পদ ও কার্যক্রমের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করবেন এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর পরামর্শে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তিনি সকল কর্মসূচী বা প্রকল্প সমূহ তদারকী করবেন এবং ট্রাস্টি/ম্যানেজারকে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

২৫.৫ তিনি ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত ও ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর নির্দেশনা অনুযায়ী এই ট্রাস্ট এর সকল প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন ট্রাস্টি বোর্ডে উপস্থাপন করবেন।

২৫.৬ দেশ-বিদেশে শাখা গঠন, প্রকল্প গ্রহণ, কমিটি গঠন, কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন,অব্যাহতি বিষয়ে তিনি ট্রাস্টি বোর্ডে প্রস্তাব উত্তাপন করবেন এবং ট্রাস্টিকে উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন।

২৫.৭ তিনি ট্রাস্ট এর যে কোন প্রকল্পের বা সকল প্রকল্পের মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড সভার উত্থাপন করবেন।

২৫.৮ তিনি ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

২৫.৯ তিনি ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর সাথে ব্যাংক চেকে স্বাক্ষর করবেন। সকল কমিটি, সভা, রেজুলেশন, কিংবা শাখা খোলার অনুমতিপত্রে তিনি ট্রাস্টির/ম্যানেজারের সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্টে ও অন্যান্য দলীয় দস্তাবেজে ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন।

২৫.১০ ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর নির্দেশে তিনি অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ২৬ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: ক্রমানুসারে তারা সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। তদ্রুপ তাদের কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালক এর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন এবং জবাবদিহি করবেন, সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক এর সহযোগী হিসেবে তারা সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালককে তার কাজে সহযোগিতা করবেন।

ধারা ২৭ ট্রেজার/কোষাধ্যক্ষ এর দায়-দায়িত্ব:

২৭.১ তিনি সমস্ত আয় ব্যয় এর আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

২৭.২ তিনি সমস্ত বিল ভাউচার এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংরক্ষণ করবেন। সকল আয় ব্যয় এর হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করবেন।

২৭.৩ তিনি সমস্ত ব্যাংক ও নগদ লেনদেন পরিচালনা করবেন।

২৭.4 তিনি সমস্ত মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক আথিক হিসাব বিবরণী এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং ট্রাস্টি বোর্ড এর সম্মুখে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করবেন।

২৭.৫ তিনি ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর সাথে ব্যাংক চেকে স্বাক্ষর করবেন।

২৭.৬ তিনি সমস্ত আর্থিক কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবেন।

ধারা ২৮ সম্পাদক/প্রকল্প পরিচালকের দায়-দায়িত্বঃ

২৮.১ ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের গৃহীত সিদ্ধান্ত কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর পরামর্শ এবং সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালক এর নির্দেশনা ও তদারকীতে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

২৮.২ ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে তিনি তার নেতৃত্বধীন কমিটির কার্যক্রম তদারকী করবেন, পরিচালনা করবেন।

২৮.৩ তিনি কর্মসূচী ও প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি রিপোর্ট সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিচালক ও ট্রাস্টি ও ট্রাস্টি/ম্যানেজার এর নিকট রিপোর্ট করবেন।

২৮.৪ তিনি তার নেতৃত্বাধীন/পরিচালিত প্রকল্পের আর্থিক স্বচ্ছতা সংরক্ষণ করবেন এবং আর্থিক লেনদেন এর জন্য দায়ী থাকবেন।তিনি তার কাজের জন্য ট্রাস্টিবোর্ড/ট্রাস্টি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট জবাবদিহি করবেন।

ধারা -২৯ শাখা কমিটির সভাপতি/ সম্পাদকের দায় দায়িত্বঃ-

২৯.১ শাখা কমিটির সভাপতি সম্পাদকগণ তাদের কাজের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড/ট্রাস্টি/ ম্যানেজার/ সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালক/ আন্তর্জাতিক সম্পাদক /সাংগঠনিক সম্পাদকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শের ট্রাস্টি দেশ-বিদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী শাখা, শাখা কমিটি, শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমোদন করবেন ট্রাস্টি/ ম্যানেজার।

২৯.২ ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও শাখা সংক্রান্ত প্রণীতি, বিধি অনুযায়ী শাখা, শাখা কমিটির পরিচালিত হবে।

ধারা-৩০ সভাঃ-

৩০.১ **সাধারণ সভা :** বছরে অন্তত তিনটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৩০.২ ট্রাস্টি/ম্যানেজারের পরামর্শ সাধারণ সম্পাদক বছরে যে কোন সংখ্যক সভা আহবান করতে পারবেন। এ সভাগুলো বিশেষ সাধারণ সভা হিসেবে গণ্য হবে।

৩০.৩ **কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ**

বছরে অন্তত ২ (দুইটি) বিধিবদ্ধ সভা আহবান করতে হবে। ট্রাস্টি /ম্যানেজারের পরামর্শ বছরের যেকোনো সংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

৩০.৪ ট্রাস্টি/ম্যানেজার ট্রাস্টি বোর্ড কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। ট্রাস্টি/ ম্যানেজারের উপস্থিতিতে বেশিরভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

৩০.৫ সকল সভায় বেশিরভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে ট্রাস্টি/ম্যানেজারের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যকর হবে।

৩০.৬ অন্যূন্য ৭ (সাত) দিনের নোটিশে ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ধারা -৩১ তহবিল ব্যবস্থাপনা:-

৩১.১ বাংলাদেশের প্রচলিত যেকোনো সরকারী/বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের যেকোনো শাখার সংযোগ নোফেল ট্রাস্টের নামে একটি হিসাব খোলা হবে।

৩১.২ ট্রাস্টি/ম্যানেজার, সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারার/কোষাধ্যক্ষ এই ৩ (তিন) জনের যৌথ স্বাক্ষরে এই হিসাব খোলা হবে। তবে ট্রাস্টি/ম্যানেজার এবং সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারের মধ্যে যেকোনো একজনের অর্থাৎ ট্রাস্টি/ ম্যানেজার সহ যেকোনো দুইজনের স্বাক্ষরের টাকা উত্তোলন করা যাবে।

৩১.৩ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি, প্রকল্প, শাখা ভিত্তিক ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড হিসাব খোলার বিধি-বিধান প্রণয়ন করবেন এবং প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি, প্রকল্প ও শাখা কমিটির প্রণীত বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন হিসাব পরিচালিত হবে।

৩১.৪ ট্রাস্টি বোর্ড যেকোনো সময় যেকোন প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি, প্রকল্প, শাখার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারবে।

ধারা -৩২ নির্বাচন:-

৩২.১ এই ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা নাসির উদ্দিন মাশুক সংযোগ-নোফেল ট্রাস্টের আজীবন ট্রাস্টি/ ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩২.২ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে ট্রাস্টি/ম্যানেজার অনধিক ৩১ (একত্রিশ) সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করবেন। এক্ষেত্রে একজন ট্রাস্টি,একজন প্রেসিডেন্ট, ১০ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন সাধারণ সম্পাদক, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, একজন ট্রেজারার ও ১৪ জন সম্পাদকসহ মোট ৩১ সদস্যের কার্যকরী /কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। উল্লেখ্য থাকে যে প্রেসিডেন্ট/ ভাইস প্রেসিডেন্টসহ মোট ১১ টি পদ বৃহত্তর নোয়াখালীর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ শিল্পপতি/ প্রবাসীদের মধ্য হতে পূরণ করতে হবে। বাদবাকি পদগুলো ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের নিয়ে পূরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল কোন রাজনৈতিক দলের পদ-পাদবীধারী কোন ব্যক্তি কার্যনির্বাহী কমিটির যেকোনো পদের জন্য সর্বাবস্থায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। রাজনৈতিক পদ গ্রহণের সাথে

সাথেই তার পদ পাদবী সংযোগ-নোফেল ট্রাস্টের কার্যনির্বাহী কমিটির যেকোনো পদ হতে আপনা/ আপনি খারিজ বা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন/নির্বাচনের বিষয়ে ট্রাস্টি/ম্যানেজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তার সিদ্ধান্তই ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে কোন ধরনের ওজর- আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

ধারা-৩৩ সংশোধনঃ-

৩৩.১ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপধারা, অনুচ্ছেদ বা প্রতিষ্ঠানে যেকোনো নতুন কিছু পরিবর্তন, সংশোধন, অন্তর্ভুক্তি বা সংক্ষিপ্ত কারণ, বাতিল বা সংশোধনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে করা যাবে।

৩৩.২ গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য অন্তত ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে হবে।

৩৩.৩ ম্যামোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন বা সংঘ স্মারক সংশোধন,পরিবর্তন,পরিবর্ধন সংযোজনের বিষয়ে ৩/৪ (তিন চতুর্থাংশ) সদস্যের মতামতে কার্যকর হবে।

৩৩.৪ সকল ক্ষেত্রে ট্রাস্টি/ম্যানেজারের সম্মতি আবশ্যক।

ধারা-৩৪ সংরক্ষণঃ- ট্রাস্টের গঠনতন্ত্রের কোন ত্রুটি বা অসম্পন্নতার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যধারা বাতিল করা যাবে না।